তারিখ 11. OCT. 2016 ... ...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম...2... ......

যুগান্তর

মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

উচ্চশিক্ষার মান যাচাইয়ে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

যুগান্তর রিপোর্ট

উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠনের বিধান রেখে নতুন একটি আইন করার প্রস্তাবে সায় দিয়েছে সরকার। সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৬'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এ আইন। এর আওতায় একজন চেয়ারম্যান, চারজন পূর্ণকালীন এবং আটজন খণ্ডকালীন সদস্য নিয়ে ১৩ সদস্যের অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠিত হবে। এ কাউন্সিল সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রম যাচাই করে এ বিষয়ে স্বীকৃতি দেবে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৩৮টি পাবলিক ও ৯৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সব বিশ্ববিদ্যালয়কেই কাউন্সিলের স্বীকৃতি পেতে হবে।

২৮ মার্চ মন্ত্রিসভায় এ আইনের খসড়া নীতিগত অনুমোদন পাওয়ার পর মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেছিলেন, সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট সবার অবগতির জন্য কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। এর মাধ্যমে কেউ সংক্ষুব্ধ হলে রিভিউ আবেদন করতে পারবেন। অ্যাক্রেডিটেশন সনদ ছাড়া, কোনো প্রতিষ্ঠান অ্যাক্রেডিটেশনপ্রাপ্ত বলে প্রচার করতে পারবে না। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক ছাড়া কোনো সার্টিফিকেট প্রদান করতে পারবে না। শফিউল আলম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সঙ্গে এর কার্যক্রম সম্পূর্ণ আলাদা হবে। এ কাউন্সিল শুধু শিক্ষার মান যাচাইয়ের বিষয়গুলোই দেখবে। ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাছাড়া ইউজিসি'র আইনটিও অনেক পুরনো। এটিও সংশোধন করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার বেড়েছে : চলতি বছর তৃতীয় ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) মন্ত্রিসভায় নেয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার গত বছরের তুলনায় ৬ দশমিক ৬০ শতাংশ বেড়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৮টি মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয় ৫৬টি। এর মধ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে ৩৬টি, বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ২০টি। বাস্তবায়নের হার ৬৪ দশমিক ২৯ শতাংশ। গত বছর একই সময়ে এ হার ছিল ৫৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

গত বছরের একই সময়েও ১১টি মন্ত্রিসভা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় জানিয়ে শফিউল আলম বলেন, 'ওই সময়ে সিদ্ধান্ত হয় ৭৮টি। এর মধ্যে ৪৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। বাস্তবায়নের হার ছিল ৫৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। ৩৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন ছিল। তিন মাসে মন্ত্রিসভা বৈঠকে চারটি চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) অনুমোদিত হয়েছে। এ সময়ে সংসদে আইন পাস হয়েছে ১০টি। এ সময়ে মন্ত্রিসভা বৈঠকে কোনো নীতি বা কর্মকৌশল অনুমোদন দেয়া হয়নি। গত বছর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে নীতি বা কর্মকৌশল অনুমোদিত হয়েছে ৩টি। চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) অনুমোদিত হয়েছে ৪টি। এ সময়ে সংসদে ৮টি আইন পাস হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

আইসিডিডিআরবি ভবনের বিষয়ে জানতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

বৈঠকে 'আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা ইন্সটিটিউট আইন, ২০১৬'-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, এই সংস্থাটি সামরিক শাসনামলে ১৯৭৮ ও ১৯৮৫ সালের দুটি অধ্যাদেশ দিয়ে এতদিন পরিচালিত হতো। এই দুই অধ্যাদেশকে একত্রিত করে আইনে রূপান্তর করা হয়েছে। এছাড়া বৈঠকে 'বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট আইন, ২০১৬' এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন সংশোধন আইন-২০১৬-এর খসড়াতেও নীতিগত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা।

আইসিডিডিআরবির ভবন নিয়ে জানতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী : বৈঠক সূত্র জানায়, আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা ইন্সটিটিউট আইন নিয়ে আলোচনার সময় এর একটি ভবনের বিষয়ে বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য সচিবের কাছে জানতে চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী তাদের উদ্দেশে বলেন, আইসিডিডিআরবি যে ভবনটি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করেছে সেটা ফেরত নেয়া হয়েছে কিনা? তখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও সচিব প্রধানমন্ত্রীকে জানান, তারা এ বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছেন। আইসিডিডিআরবিকে চাপ দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির বিক্রীত ভবনটি ফেরত নেয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। তারা জানান, ভবনের একটি ফ্লোর বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল, এখন সেটা ফেরত নেয়ার জন্য দু'পক্ষের আলোচনা হয়েছে। ব্র্যাক ১ বছর সময় চেয়েছে। এরপর ফ্লোরটি আইসিডিডিআরবিকে বুঝিয়ে দেয়া হবে।